এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

নবম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১০, সাপ্তাহিক ৮ই মার্চ ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 8th March. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 9, Issue 10, Rs. 2

বাঁচতে চায় ৮ বছরের সুকল্পা , ২৫ লক্ষ টাকার লড়াইয়ে এগিয়ে আসুন, ফিরুক তার হাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বয়স মাত্র ৮ বছর ৩ মাস। অথচ জীবনের শুরুতেই কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছে ছোট্ট সুকল্পা দাস। চিকিৎসকদের রিপোর্ট বলছে, তার দু'টি কিডনিই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে। বর্তমানে নিয়মিত ডায়ালিসিসের মাধ্যমে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে তাকে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, সুকল্পার শরীর থেকে বিকল কিডনি অপসারণ করে নতুন কিডনি প্রতিস্থাপন করতে পারলেই সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে। মেয়েকে বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দান করতে প্রস্তুত তার মা গীতা সরকার। কিন্তু সমস্যার জায়গা একটাই;অপারেশন ও প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা।

সুকল্পার বাবা সুদীপ দাস একজন দিনমজুরের কাজ করেন। সংসার চালাতেই যেখানে হিমশিম খেতে হয়, সেখানে এত বিপুল অর্থ জোগাড় করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোঘোমালি মধ্য চয়নপাড়ার এই পরিবার এখন চরম আর্থিক সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছে।

চোখে জল নিয়ে বাবা-মায়ের একটাই আবেদন;সবাই যদি সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়ান, তবে তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি আবার সুস্থ হয়ে স্কুলে যেতে পারবে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পারবে, স্বপ্ন দেখতে পারবে।

আপনাদের অল্প সাহায্যই হতে পারে সুকল্পার নতুন জীবনের আলো।

সাহায্যের জন্য যোগাযোগ ও অর্থ প্রেরণের তথ্য

পেটিএম নম্বর ৯৬৪৭৬৯৯৫৭২

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম সুদীপ দাস, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক,

অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩২৪১০১০০০০১২৬১৪

শাখা হায়দরপাড়া ব্রাঞ্চ, আই এফ এস সি ঃ আই ও বি এ ০০০৩২৪১

আসুন, মানবতার হাত বাড়াই। সবাই মিলে একটু একটু করে সাহায্য করলে ২৫ লক্ষ টাকার স্বপ্ন আর অসম্ভব থাকবে না। ছোট্ট সুকল্পার মুখে আবার ফুটুক হাসি।

ছাদেই কৃষির বিপ্লব! নরেন্দ্র শিবানী লাউ থেকে জুকিনী,চমকে দিচ্ছেন কৌস্তুভ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃউত্তরপ্রদেশের একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরেন্দ্র শিবানি উদ্ভাবন করেছিলেন এক বিশেষ প্রজাতির লাউ, যার নাম 'নরেন্দ্র শিবানী'। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে ইতিমধ্যেই বহু কৃষক এই লাউ চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন। এবার সেই বিশেষ লাউ জায়গা করে নিয়েছে শিলিগুড়ির ছাদ বাগানে।

শিলিগুড়ির এস এফ রোড এলাকার বাসিন্দা কৌস্তুভ বিশ্বাস নিজের বাড়ির ছাদেই টবের মধ্যে কয়েকটি নরেন্দ্র শিবানী লাউ চাষ করে সকলকে বিস্মিত করেছেন। সীমিত পরিসরে এমন ফলন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সঠিক পরিচর্যা ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে ছাদ বাগানেও সম্ভব কৃষির নতুন দিগন্ত উন্মোচন। কৌস্তুভবাবুর মতে, শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও ভবিষ্যতে এই বিশেষ লাউ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে বহু চাষি লাভবান হতে পারেন।

তবে শুধু নরেন্দ্র শিবানী লাউ নয়; তাঁর ছাদ বাগান জুড়েই রয়েছে একের পর এক চমক। টবের মধ্যেই তিনি ফলিয়েছেন ইউরোপীয় সবজি 'জুকিনী'। এই সবজি স্যালাড হিসেবে যেমন খাওয়া যায়, তেমনি রান্না করেও সুস্বাদু। স্বাদ অনেকটা কোয়াশের মতো। প্রতিটি জুকিনীর ওজন দু' থেকে আড়াই কিলোগ্রামেরও বেশি হয়। দেখতে বড়সড় শসা বা কুমড়োর মতো এই সবজি যথেষ্ট পুষ্টিকর এবং লতানো গাছে ফলে।

গাছের পরিচর্যায় কৌস্তুভ বিশ্বাসের নিষ্ঠা ও ভালোবাসা সত্যিই নজরকাড়া। প্রতিটি গাছকে তিনি সন্তানের মতো যত্ন করেন, আর সেই যত্নের প্রতিদান হিসেবে সারা বছরই তাঁর ছাদে ফলছে আম। শুধু তাই নয়, নতুন চমক হিসেবে এবার তিনি ছাদেই আপেল চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে আপেল গাছে ফুটেছে ফুল;যা ভবিষ্যতের ফলনের আশাই জাগাচ্ছে।

প্রকৃতির প্রতি এমন অনুরাগ ও সৃজনশীল উদ্যোগের স্বীকৃতি মিলেছে সম্প্রতি। শিলিগুড়িতে আয়োজিত উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনীতে কৌস্তুভ বিশ্বাস অর্জন করেছেন 'চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়নস' খেতাব;যা তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও সবুজ ভালোবাসারই সম্মান।

মানবতার সেবায় 'শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল' চা বলয়ে পৌঁছে গেল খুশির উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আর্তমানবতার সেবায় ব্রতী হওয়া কেবল একটি দায়িত্ব নয়, বরং একটি নেশা;আর সেই নেশাকেই সম্বল করে সারা বছর নিরলস কাজ করে চলেছে সামাজিক সংগঠন 'শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল'। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা ভালো মানের পোশাক এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী অসহায় মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়াই এই পরিবারের মূল লক্ষ্য।

প্রতি মাসের ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সম্প্রতি তারা পৌঁছে গিয়েছিল ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগান সংলগ্ন পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে। সংগঠনের সদস্যরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করা পরিচ্ছন্ন পোশাকগুলি তুলে দেন প্রায় ৪০০ জন অভাবী মানুষের হাতে। পুরোনো পোশাকের নতুন ছোঁয়ায় মুখে হাসি ফোটে চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের।

রঙের উৎসব হোলি। তাই বড়দের পাশাপাশি খুদেদের আনন্দ দিতেও কার্পণ্য করেনি শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবার। ছোট্ট শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আবির ও হরেক রকমের রং। উৎসবের আনন্দ যাতে কেবল শহরের চার দেওয়ালে আটকে না থেকে চা বাগানের প্রত্যন্ত কুঁড়েঘরেও পৌঁছে যায়, সেই লক্ষ্যেই ছিল এই বিশেষ আয়োজন।

আপনার অব্যবহৃত কিন্তু ভালো অবস্থায় থাকা পোশাক বা অন্য কোনো সাহায্য পৌঁছে দিতে পারেন এই পরিবারের কাছে। আপনার সামান্য সহযোগিতা কারোর মুখে হাসি ফোটাতে পারে।

যোগাযোগ ৭৯০৮৮৪৬৫৮১

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

রঙে মিলুক মন, শক্ত হোক সমাজের বন্ধন

দোলগোড়ায় দোলযাত্রা ও হোলি।রঙের এই উৎসব কেবল আবির-গুলালের উচ্ছ্বাস নয়, এটি হৃদয়ের মিলন, ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে পথ চলার অঙ্গীকার। ধর্ম, ভাষা,জাতিগত বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে ভালোবাসার সেতু গড়ার এক অনন্য সুযোগ এনে দেয় এই উৎসব।

আজকের সমাজে যখন হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও বিভাজনের ছায়া মাঝে মাঝে ঘনিয়ে আসে, তখন দোলের রঙ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- ঐক্যই আমাদের আসল শক্তি।রঙের ছোঁয়ায় যেমন ধূসরতা মুছে যায়,তেমনই আমাদের মন থেকেও মুছে যাক ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। ছড়িয়ে পড়ুক শুভ শক্তির জয়জয়কার।

তবে আনন্দের পাশাপাশি থাকুক সচেতনতা। পরিবেশবান্ধব রঙ ব্যবহার,জল অপচয় রোধ এবং সবার নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই উদযাপন হোক উৎসব।

খবরের ঘন্টা পরিবারের পক্ষ থেকে সকল পাঠককে জানাই দোলযাত্রা ও হোলির আন্তরিক শুভেচ্ছা। রঙে রঙিন হোক জীবন, আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি ঘর।

শুভেচ্ছান্তে

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রাক্-বসন্তের আহ্বান শিলিগুড়িতে ‘বসন্ত বৈঠকি’

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরে প্রাক্-বসন্তকে বরণ করে নিতে ১লা মার্চ, রবিবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত হলো বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান ‘বসন্ত বৈঠকি’। সন্ধ্যা ৫টা থেকে এই আসর বসে শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে, তথ্যকেন্দ্রের নিকটে।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। আয়োজকদের মতে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ও মন দিয়ে শোনা;দু’টিই এক মননশীল ভাবনার জন্ম দেয়। এই সঙ্গীতধারায় লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীর শিকড়, যা মনকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে এবং ব্যক্তিত্বে আনে গভীরতা ও সংযম।

অনুষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী বুলবুল বসু, সুভেন্দু নন্দী, প্রকাশ সেন ও সুমিত বণিক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চিতা সেন, রিয়াঙ্কা, দেবার্পণ কর্মকার এবং ‘রাগিনী’র গ্রুপ গান --ক্লাসিক্যাল হোলি ভিত্তিক পরিবেশনা।

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কলকাতা থেকে আসেন প্রখ্যাত তবলা বাদক পার্থ প্রতিম দাস। কোচবিহার থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতীক জোয়ারদার।

এছাড়াও শিলিগুড়ির স্থানীয় তবলা শিল্পী বঙ্কিম নাহা, বিকাশ দে ও মিঠুন সরকার তাঁদের সুর ও তাল দিয়ে সন্ধ্যাকে সমৃদ্ধ করেন। আয়োজকদের বিশ্বাস, এ ধরনের উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক সুন্দর আবহ তৈরি করবে।

ছেলের জন্মদিনে বৃক্ষরোপণ, টানা ১৩ বছর ধরে পরিবেশ রক্ষায় এক পিতার অনন্য উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অসমের নলবাড়ি জেলার বরক্ষেত্রীর ২ নং জয়সাগর তাপাট্টারিস্থিত বাথৌ মন্দির প্রাঙ্গণে ১৩টি গাছের চারা রোপণ করে ছেলের ১৩তম জন্মদিন উদযাপন করলেন এক সচেতন বাবা। ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর নিজের একমাত্র পুত্রের জন্মদিনে গাছ লাগিয়ে তা লালন-পালন করে আসছেন তিনি;ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন স্থানীয় মহলে।

নলবাড়ি জেলার বৃহত্তর পূর্ব নলবাড়ির ঐতিহ্যবাহী গ্রাম পোরাকুছির বাসিন্দা এবং মুকালমুঞ্চা-কাপলাবড়িস্থিত ইউকো ব্যাংকের কালারচর শাখার কর্মী রূপম বর্মন তাঁর পুত্র খুছ বর্মনের ১৩তম জন্মদিন উপলক্ষে এদিন ১৩টি চারা রোপণ করেন। গাছগুলির মধ্যে ছিল ১টি রক্তচন্দন, ৩টি বকুল, ৩টি কৃষ্ণচূড়া, ১টি রাধাচূড়া, ১টি লিচু, ১টি আম এবং ৩টি সুপারি গাছ।

প্রতি বছর ছেলের জন্মদিনকে স্মরণীয় করে তুলতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দিয়ে আসছেন রূপম বর্মন।

শুধু গাছ লাগানোই নয়, সেগুলির পরিচর্যাও নিয়মিতভাবে করে থাকেন তিনি। এদিনের কর্মসূচিতে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাবা পবিন বর্মন, মা কণিকা বর্মন, স্ত্রী পূরবী বর্মন এবং পুত্র খ ছ বর্মনসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, রূপম বর্মন পোরাকুছি গ্রামের পবিন বর্মন ও কণিকা বর্মনের কনিষ্ঠ পুত্র। সন্তানের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে পরিবেশ রক্ষায় তাঁর এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ স্থানীয় মানুষের হৃদয়ে বিশেষভাবে দাগ কেটেছে। সচেতনতার এই বার্তা সমাজের অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

পুঁটিমারীতে সারদা বিদ্যামন্দিরের ২৮তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব, ২৩৫ শিক্ষার্থীর বর্ণাঢ্য পরিবেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ জলপাইগুড়ি জেলার পুঁটিমারীতে অবস্থিত সারদা বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয় ও সারদা শিশু তীর্থের উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো ২৮তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছ্বাস ও সৃজনশীল পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা প্রাঙ্গণ। অভিভাবক, অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান পায় উৎসবমুখর আবহ।

অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ প্রদান করেন শিলিগুড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও আশ্রমের সহ-সম্পাদক স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভ্র ভদ্র। বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিমল কৃষ্ণ দাস, প্রধানাচার্য অনুপ কুমার মণ্ডল, পরিচালন সমিতির শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ও হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী সহ অন্যান্য আচার্য-আচার্যবৃন্দ মঞ্চ অলংকৃত করেন।

প্রাক-প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলা ও হিন্দি; উভয় মাধ্যম মিলিয়ে মোট ২৩৫ জন শিক্ষার্থী ভাই-বোন এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তাঁদের পরিবেশনায় ছিল বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও নাট্য উপস্থাপনা। পাশাপাশি সংস্কৃত সম্ভাষণ, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় নাটক এবং যোগাসনের মাধ্যমে 'গোপুরম' প্রদর্শনও দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরপর মনোজ্ঞ পরিবেশনায় সাজানো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের অনুশীলন, নিষ্ঠা ও প্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। উপস্থিত দর্শকরা প্রতিটি পরিবেশনা উপভোগ করেন ও করতালিতে শিল্পীদের উৎসাহিত করেন।

স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের মানবগঠনের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আদর্শ মানুষ তৈরি করা;এবং এই বিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি সেই লক্ষ্যপূরণের অনুকূল। অন্যদিকে স্বপনেন্দু নন্দী তাঁর বক্তব্যে মায়েদের দায়িত্বশীল ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি উদ্ধৃত করেন;তভালো বিমানবন্দর না হলে দামি বিমান নামতে পারে নাদ, অর্থাৎ সচেতন ও মূল্যবোধসম্পন্ন জননীই সন্তানকে উচ্চ আদর্শের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম।

রাষ্ট্র বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সামগ্রিকভাবে, শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও মানবিক চেতনার বিকাশে বিদ্যালয়ের অগ্রণী ভূমিকার এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে রইল এদিনের আয়োজন।

আদর্শের দিশা দেখাচ্ছে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল, হেমতাবাদ থেকে শিক্ষকদের শিক্ষণ সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরে অবস্থিত মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল আবারও ইতিবাচক খবরে শিরোনামে। সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের বীরগ্রাম স্কুলের ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে দিনভর শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন।

সারাদিন তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ ধারণা নেন। বিশেষভাবে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিদ্যালয়ের প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান পদ্ধতি। ছুটির সময়ে কীভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে বিশেষ ডিভাইসের মাধ্যমে অনলাইন ও লাইভ ক্লাস পরিচালনা করেন, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন।

প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের নেতৃত্বে কীভাবে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল এক আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, তার নানা দিক তাঁরা স্বচক্ষে দেখেন। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, শিক্ষার মান, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সমন্বিত উদ্যোগ দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের সাফল্যের কথা জেনেই হেমতাবাদ বীরগ্রাম স্কুলের শিক্ষকরা এই শিক্ষা সফরের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের মতে, সরকারি বিদ্যালয়ও যে সঠিক পরিকল্পনা ও আন্তরিক প্রয়াসে বেসরকারি স্কুলকে টক্কর দিয়ে অগ্রণী স্থানে পৌঁছাতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল।

সব মিলিয়ে, এই পরিদর্শন কেবল সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়;বরং এক বিদ্যালয়ের সাফল্য অন্য বিদ্যালয়ের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

প্রাইড অফ কর্ণাটক , মহাদেবপুরা রত্ন অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ পেলেন শিলিগুড়ির ডঃ কুশল দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ির গর্ব আরও একবার জাতীয় মঞ্চে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিলিগুড়ির সন্তান ডঃ কুশল দাশগুপ্ত সম্মানিত হলেন প্রাইড অফ কর্ণাটক , মহাদেবপুরা রত্ন অ্যাওয়ার্ড ২০২৬-এ। বেঙ্গালুরুর এসডিপি প্যালেসে আয়োজিত ভারত মাতা পূজা ও মহাদেবপুরা উৎসব ২০২৬ উপলক্ষে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

ডঃ কুশল প্রখ্যাত ফটো সাংবাদিক কৌশিক দাশগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ডঃ সাই কৌস্তভ দাশগুপ্তের ছোট ভাই। বর্তমানে কর্মসূত্রে তিনি বেঙ্গালুরুতে বাবা-মা ও বড় ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করছেন।

এই সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী অরবিন্দ লিম্বাবালী এবং মহাদেবপুরার বিধায়ক মঞ্জুলা অরবিন্দ লিম্বাবালী। চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীলতা, অভিনব ভিজ্যুয়াল ডিজাইন এবং সমাজমুখী উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গালুরু সিটি এক্সিকিউটিভ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রী করুণাকর রাই, সাংসদ পি সি মোহন সহ একাধিক বিশিষ্ট নেতা, শিল্পী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব।

১৫টিরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারের পাশাপাশি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী ডঃ কুশল তাঁর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। তাঁর বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র ঔনক্রেডিবল ইনসাইটদ লন্ডন, পর্তুগাল, আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে। এই সাফল্য তাঁকে দেশের অন্যতম প্রতিভাবান তরুণ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

শুধু শিল্পক্ষেত্রেই নয়, সমাজকল্যাণমূলক কাজেও তিনি সমান সক্রিয়। 'টেক ফর সোশ্যাল গুড' উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতা প্রসারে কাজ করে চলেছেন তিনি, যা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা বহন করছে। গুডউইল অ্যাম্বাসেডর ও যুব আইকন হিসেবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্বও করেছেন তিনি এবং টেকসই উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।

সম্মান গ্রহণের পর ডঃ কুশল বলেন, তএই প্রাপ্তি কেবল আমার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; এটি আমার প্রতিটি শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, শুভানুধ্যায়ী এবং বিশেষ করে পরিবারের প্রতি সম্মান, যাঁদের সমর্থন ছাড়া এই অর্জন সম্ভব হতো না। তাঁর নিরলস অধ্যবসায়, সৃজনশীল চিন্তা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ শিলিগুড়ি তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করছে; বিশ্বমঞ্চে তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সবুজের কোলে প্রাক্-বসন্তের সুর, শালুগাড়ায় সাংস্কৃতিক আবেশে ‘গানে গানে আমরা ক’জন’

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি সংলগ্ন শালুগাড়ার বেতগাড়ায় অবস্থিত মনোরম পরিবেশের রসিকলালস দ্য ফার্ম বুটিক, এর সবুজ ঘেরা প্রাঙ্গণে আয়োজিত হলো এক সুরেলা প্রাক্-বসন্ত উৎসব। চারপাশে গাছপালার স্নিগ্ধতা, সুইমিং পুল ও পুকুরপাড়ের শান্ত আবহ;সব মিলিয়ে রবিবারের সকাল-দুপুর যেন রঙিন হয়ে উঠেছিল সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ছোঁয়ায়।

শিলিগুড়ির সেবক মোড়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘গানে গানে আমরা ক’জন’-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় গান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও শ্রুতি নাটক। সুর ও শিল্পের মেলবন্ধনে উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেন এক মনোমুগ্ধকর প্রাক বসন্তের অনুষ্ঠান ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতালী ঘোষ। তাঁর সুনিপুণ পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। তবলায় সঙ্গত করে সঙ্গীত পরিবেশনাকে সমৃদ্ধ করেন রমেন বিশ্বাস। সাবলীল সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের গতিময়তা বজায় রাখেন পল্লবী পাল।

সংগঠনের পক্ষ থেকে মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাকলি পাল, নন্দিতা বৈদ্য, শম্পা পাল ও মিঠু বণিক। পাশাপাশি অতিথি শিল্পীরাও তাঁদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে তোলেন।

শ্রুতি নাটকের আবৃত্তি, সুরেলা গান ও নৃত্যের সম্মিলিত উপস্থাপনা এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করে। বহু বছর ধরে ‘গানে গানে আমরা ক’জন’-এর মাধ্যমে মিতালী ঘোষ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমাজে ইতিবাচক ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন;এই আয়োজন তারই আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ন্স। কয়েকজন অতিথি শিল্পীও তাদের প্রতিভা সেখানে মেলে ধরেন।

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান

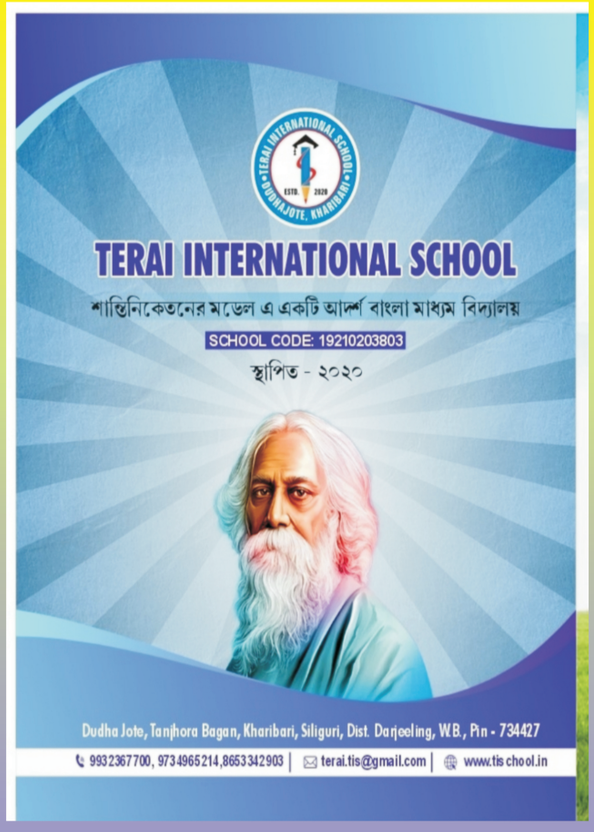

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 9 Issue 10

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)